Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-IV, July 2021, Page No.11-19
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

দারিদ্র্য: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

Dr. Kakali Kundu
Assistant Professor & Head of the Department of Political Science.
B.B.College, Asansol, West Bengal

Abstract

In recent time poverty is a burning issue. It is very difficult to define poverty in a single word. Poverty is the state in which one lacks income, nutrition, proper education, health, food, shelter and cloths. Poverty is of two types. Relative poverty and extreme poverty. Poverty not only exists in the developing country but also in the developed country. Poverty is not only material deprivation but also immaterial deprivation. It is the 'feelings of deprivation' and 'condition of deprivation'. It is socio- economic deprivation. So Poverty is multidimensional.

ভূমিকাঃ দারিদ্র্যের সমস্যা শুধুমাত্র উন্নয়নশীল দেশের সমস্যা নয় এটি উন্নত দেশেরও সমস্যা। এই প্রসঙ্গে মালিক এডাম স্মিথ কে উদ্ধৃত করে বলেছেন যে কোন সমাজই সুখী এবং বিকশিত হতে পারে না যে সমাজের বেশীরভাগ লোক দরিদ্র ও দুদর্শা গ্রস্থ জীবন যাপন করে। (as cited Malik, 2oo9, p. 5) কাজেই দারিদ্র্যমুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য ভারতের দারিদ্র্য দূরীকরণ দরকার । দারিদ্র্য শুধুমাত্র জাতীয় সমস্যা নয় এটা একটা একটা আন্তর্জাতিক ইস্যু। ভারতে সংবিধানের নীতিগুলির সঠিক রূপায়ণই দারিদ্র্য নিরসনের উপায়। দারিদ্র্য কে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি আলোচনা করেছেন।

দারিদ্র্যের সংজ্ঞা: দারিদ্র্যকে খুব সহজে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। বিভিন্ন মতবাদ ও মতাদর্শের দিক থেকে দারিদ্র্যকে সংজ্ঞায়িত করা যায় (Handle et al., 2009 , p.1)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে পাশ্চাতে দারিদ্র্যকে অর্থের হিসাবে বিচার করতো বা বলা ভালো আয়ের পরিমাণ অথবা ভোগ ব্যয়ের হিসাবে (Gurusky &Kanbur, 2006, p.11) এবং দরিদ্রদের হিসাব করতো মাথা পিছু হিসাবে। যারা আয় বা ভোগ ব্যয়ের নিরিখে " দারিদ্র্য সীমার নিচে" অবস্থান করে (Lipton & Ravallian , 1993 p. 1)। কিন্তু দারিদ্র্যের অর্থনৈতিক সংজ্ঞা এখন বিভিন্ন ভাবে সমালোচনার সম্মুখীন। দারিদ্র্য এখন বহুমাত্রিক (Subramanian, 1997, p.35)। দারিদ্র্যের ধারণার মধ্যে নূন্যতম প্রয়োজনের ধারণা (Streeton et al., 1981),সামর্থ্যের ধারণা (Sen,1999) এবং মানব উন্নয়নের ধারণা উল্লেখযোগ্য। মানব উন্নয়নের ধারণাটির গ্রহণ যোগ্যতা প্রতিফলিত হয়েছে জাতিপুঞ্জের উন্নয়ন কর্মসূচিতে(UNDP)।কাজেই দারিদ্র্য এই শব্দটিকে একটি মাত্র বাক্যে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কারণ " দারিদ্র্য হল বহুমাত্রিক বিষয়" (Neil et al., 2001, p. 38। নেইল ম্যাকুল্য, আলন, এল উইন্টার এবং এক্সভিয়ার সিরিরা (Neil

McCulloch, Alan L. Winters and Xavier Cirera) বিভিন্ন দিক থেকে দারিদ্র্যকে দেখেছেন। তাঁরা আয়, সম্পদ, পরিবেশ, শিক্ষা, ক্ষমতাহীনতা, বৈষম্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দারিদ্র্যকে দেখেছেন। আয়ের দিক দারিদ্র হল কম আয় ও স্বল্প ভোগ। সম্পদের দিক থেকে দরিদ্র হল যাদের হাতে স্বল্প এবং নিম্নমানের জমি, বাসস্থান গৃহপালিত পশু এবং উৎপাদনের অনান্য উপকরণ রয়েছে। পরিবেশের দিক থেকে যারা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে তাদের দরিদ্র বলা হয়। আবার শিক্ষার দিক থেকে দরিদ্র হল শিক্ষাহীনতা বা স্বল্প শিক্ষা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অক্ষমতাকে দারিদ্র্য বলা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন কারণে লিঙ্গ, জাতির বৈষম্যের কারণে দারিদ্র্য দেখা যায়। আবার অসুস্থতা , কৃষিকার্যে ব্যর্থ, মূল্যের পরিবর্তন, হিংসার কারণে মানুষ অনেক সময় অসহায় (vulnerable) অবস্থায় পতিত হয়। সুতরাং বলা যায় যে দারিদ্র্য হল বহুমাত্রিক। সমাজ বিজ্ঞানের দিক থেকে 'দারিদ্র্যের' কোন সর্বসম্মত সঙ্গা এক কথায় দেওয়া অসম্ভব (Malik, 2009, P. 20) । মালিক দারিদ্রকে বিষয়গত ব্যাপার বলেছেন। তাঁর মতে দারিদ্র হল জীবনের নিরাপত্তা ও প্রয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব। শারীরিক সুস্থতার জন্য যারা মেডিকেলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত তারা দারিদ্র। অর্থাৎ দারিদ্রকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে দেখা যেতে পারে।দারিদ্রের সঙ্গার প্রসঙ্গে এরাপ্পা বলেছেন (Erappa,1996 , p. 1) যে দরিদ্র বলতে তাদের বোঝানো হয়েছে যারা জীবন ধারনের জন্য ন্যূন তম প্রয়োজন পূরণ করতেপারে না তাদের। তিনি আরো বলেছেন যে দারিদ্র কেবলমাত্র যে উন্নয়নশী্ল দেশগুলিতে দেখা যায় তাই নয় উন্নত দেশেও দেখা যায়। তবে উন্নত দেশগুলিতে দারিদ্র হচ্ছে "আপেক্ষিক দারিদ্র"এবং উন্নয়নশী্ল দেশগুলির দারিদ্র হচ্ছে "চরম দারিদ্র"। ' চরম দারিদ্র' বলতে বোঝায় এমন এক অবস্থা যেখানে কোন ব্যক্তি তার শরীরকে সক্ষম রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালোরি পায় না (Rao Hanumantha ,2005 , p. 159). চরম দারিদ্র সব দেশে একই অর্থ বহন করে। একে দূর করা সম্ভব। চরম দারিদ্রের মধ্যে রয়েছে সমাজের সবচেয়ে দূর্বল শ্রেণী যাদের দেশাই নাম দেয়েছেন ' vulnerable groups', ' target groups', 'rural poor'. অর্থাৎ লক্ষ্য গোষ্ঠী বা সমাজের একেবারে বঞ্চিতশ্রেণী - প্রান্তিক চাষী,তাতি, ভূমিহীন ব্যক্তি (Desai, 1987 ,p. 1291)। অপর দিকে আপেক্ষিক দারিদ্র হচ্ছে কোন দেশের মানুষ যখন সরকার দ্বারা নির্ধারিত মাপকাঠিতে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করতে পারে না সেই অবস্থাকে বোঝায়। এটি বিভিন্ন, দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন। চরম দারিদ্রের থেকে যা জানা গেল তা হল কোন ব্যক্তির শরীরকে সক্ষম রাখার জন্য যতটুকু পুষ্টিমূল্য বা ক্যালরী দরকার সেই পরিমান ক্যালরী সে পাচ্ছে না। ভারতে দারিদ্রের আলোচনায় ডান্ডেকর এবং রথ পুষ্টির দিক থেকে দারিদ্রকে দেখেছেন। তারা ১৯৭১ সালে প্রথম ক্যালরী গ্রহনের কথা বলে। তারা বলেন যে গ্রাম এবং শহরে যারা ২২৫০ ক্যালোরি খাদ্য গ্রহন করতে পারে না তারা দরিদ্র (Dandekar, V,M. & Rath. Nilkanta,1971) এর পর ১৯৭৩-৭৪ সালে প্ল্যানিং কমিশন বলে যে একজন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য দৈনিক যতটুকু ক্যালরী প্রয়োজন (গ্রামাঞ্চলে ২৪০০ক্যালরী এবং শহরাঞ্চলে ২১০০ ক্যালরী) ততটুকু যখন কোন মানুষ ভোগ করতে পারে না সে দরিদ্র। ভারতের পরিকল্পনা কমিশন তাদের হিসাবের সঙ্গে মিলিয়ে ১৯৭৯ সালে বলে যে ঐ পরিমান খাবার ক্রয় করতে যে টাকা ব্যয় হয় তা যারা আয় করতে পারে না তারা দরিদ্র। এখানে মাথাপিছু ভোগ ব্যয় কে (per

capita consumer expenditure) ধরা হয়েছে। এই হিসাবে ৪৯ টাকা মাথা পিছু মাসিক সর্বভারতীয় গ্রামীণ দারিদ্র রেখা এবং ৫৭ টাকা মাথা পিছু মাসিক সর্বভারতীয় শহরের দারিদ্র রেখা। ১৯৭৩- ৭৪ সালের বাজার দর অনুযায়ী এই হিসাব করে ১৯৯৩ সালে লাখদাওয়ালা কমিটি। (Himansu , 2010, p. 40) দারিদ্রের আলোচনায় পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়কে সমর্থন করেছেন অনেকে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন দান্ডেকর ও রথ, পি বর্ধন, এম, এস আলুওলিয়া এবং সুখাতেম.তারা বলেন যে,অনুন্নত দেশগুলিতে বেশীর ভাগ মানুষ অপুষ্টির শিকার তাই এইসব মানুষের জন্য নূন্যনতম খাদ্য তালিকা বা food basket দরকার যার দ্বারা তারা শরীরকে সক্ষম রাখতে পারবে। সুখাতেমের মতে(১৯৬৫) একজন মানুষের শরীরকে সক্ষম রাখার জন্য দৈনিক 0.403 চাল, 0.104 ডাল, 0.201 kg দুধ, ০.১৩৭ ফল এবং পর্যাপ্ত পরিমান শাক সবজি, তেল, চিনি, মাছ, মাংস এবং ডিম প্রভৃতির দরকার (যেমটা বলা হয়েছে Erappa ,1996, p.12) অর্থাৎ পুষ্টিতত্ত্ববিদরা তাদের আলোচনায় বলেছেন যে কোন ব্যক্তি যখন তার উপযুক্ত ক্যালরীর খাদ্য গ্রহন করতে পারছে না তখন সে দরিদ্র। আবার সিভূম রন্টে (Seebohm Rowntree, 1901) ১৯০১ সালে দেখিয়েছেন শারীরিক সক্ষমতার জন্য খাদ্য গ্রহন প্রয়োজন। Seebhom দেখিয়েছেন যে, যদি কোন পরিবারের মোট আয় সেই পরিবারের ন্যুনতম শারীরিক প্রয়োজন মেটাতে না পারে তবে সেই পরিবারটি " Primary Poverty "এর শিকার। অর্থাৎ তিনি মনে করেন প্রাথমিক ভাবে মানুষের টিকে থাকার জন্য বা মানুষের কাজের দক্ষতার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। অনাহার দারিদ্রের সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ন দিক। (যেমনটা বলা হয়েছে, Sen, 1981, P. 12)। এখানে দারিদ্রের আলোচনায় জীব বিদ্যা সম্পর্কিত (biological approach) বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। এর মূল বক্তব্য হল কোন মানুষের শরীরকে কোন কাজ করার জন্য সক্ষম রাখার জন্য যতটুকু খাদ্যের প্রয়োজন। জীব বিদ্যা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় (vaidyanathan, 2001 ,p. 1808).

ক) এক জন লোকের খাবারে সর্বনিম্ন কত ক্যালরী, ভিটামিন , প্রোটিন স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন, সেই হিসাব অনুযায়ী যারা এই হিসাবের কম ক্যালরী ভিটামিন , প্রোটিন তাদের খাবার থেকে পান তাদের দরিদ্র বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে ।

খ) একজন লোকের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিশুদ্ধ জল সরবরাহ এবং ভোগ্য সামগ্রীর পরিমান বিবেচনা করে তার আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা যেতে পারে। যার আয় কম থাকার দরুন ন্যুনতম প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয় না তাকে দরিদ্র বলা যেতে পারে।

জীব বিদ্যা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী বর্তমানে অনেক সমালোচনার সম্মুখীন (Townsend ,1971,1974) and (Rein, 1971)। এই দৃষ্টিভঙ্গী নানা দিক থেকে ত্রুটিপূর্ন । বিশেষ করে জৈবিক গঠন, আবহাওয়ার অবস্থা এবং কাজের অভ্যাস মানুষে মানুষে ভিন্ন (Rein,1971, Townsend ,1974, Srinivasan,1977,1979, Sukhatme , 1977,1978) । প্রথমতঃ কে কি পরিমান ক্যালরী, ভিটামিন , প্রোটিন খাবার থেকে পায় , সেটা নির্ভর করে তার খাদ্য সামগ্রী সর্ম্পকে পছন্দ- অপছন্দের উপর, কেবল মাত্র আয়ের উপর নয়। যেমন, তাজা শাক-সব্জী পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে গন্য। কিন্তু চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী সবুজ শাক সেদ্ধ করে তার জল ফেলে ঘি বা তেল দিয়ে ভেজে খাওয়া পছন্দ করে। বলা বাহুল্য এই ভাবে খেলে সবুজ শাকের পুষ্টি অনেকাংশে নষ্ট হয়ে যায়।

দ্বিতীয়তঃ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কার কি পরিমাণ ক্যালরী, ভিটামিন, প্রোটিন দরকার তা বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যেমন যারা কায়িক পরিশ্রম করে আর যারা বাবু কাজ করে তাদের উভয়ের কিন্তু সম পরিমান ক্যালরীর প্রয়োজন নেই। ১৯৮৫ সালের বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী গ্রামের একজন কৃষক যে সাত ঘন্টামাঠে কাজ করে তার ২,৭৮০ ক্যালরীর দরকার হয় আবার একজন মহিলা যে মাঠে চার ঘন্টা কাজ করে এবং বাকী তিন ঘন্টা বাড়িতে কাজ করে তার দৈনিক ২,২৩৫ ক্যালরির দরকার। আবার যারা,মাটি কাটে,রিক্সা চালায়,খনি থেকে কয়লা তোলে বা মাঠে লাঙ্গল চালায় তাদের ৩,৫৫০ক্যালরী খাদ্য গ্রহন দরকার হয়

(যেমনটা বলা হয়েছে, Saith, 2005 ,P. 4603) আবার আবহাওয়া এবং শারীরিক গঠনের উপর ও কার কি পরিমানে পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন, তা নির্ভর করে ।

তৃতীয়ত, খাদ্য সামগ্রীর বাইরেও (non-food items) এমন অনেক জিনিষ আছে , যা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন সে গুলিকে ন্যূনতম প্রয়োজনের মধ্যে সহজে চিহ্নিত করা যায় না। Biological Approach এ শুধুমাত্র খাবার কিনতে যে অর্থ ব্যয় হয় তাকেই ধরা হয়। কাজেই ন্যূনতম খাবারের প্রয়োজনের জন্য যে অর্থ দরকার তাকেই ন্যূনতম আয় বলা হচ্ছে। কিন্তু কত পরিমান টাকা খাবার কেনার জন্য খরচ হবে তা শুধুমাত্র খাদ্য গ্রহনের অভ্যাস এবং সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে না , তা জায়গা ভেদে খাবারের আপেক্ষিক দাম এবং দ্রব্য ও সেবার প্রাচূর্যের উপর নির্ভরশীল। যেমন দূষিত পরিবেশে উচ্চমানের খাবার খেলেও স্বাস্থ্য রক্ষা সম্ভব নাও হতে পারে। অপর পক্ষে , অপেক্ষাকৃত দূষণ মুক্ত পরিবেশে সাধারন খাবার খেলেও স্বাস্থ্য বজায় থাকে।

চতুর্থত, ন্যূনতম প্রয়োজনের সর্বসম্মত কোন মাপকাঠি নেই। খাদ্যগ্রহন ও পুষ্টির মধ্যে তার প্রতিফলনের মধ্যে যে ফাঁক তা নানা শারীরিক, চিকিৎসাশাস্ত্রগত, আবহাওয়াগত এমনকি নানা সামাজিক কারন দ্বারা প্রভাবিত(অমর্ত্য সেন, ২০০৮)। একই পুষ্টির স্তরে একজনের পৌছাঁতে অনেক খাবার দরকার হতে পারে যদি তার মেটাবলিক রেট হয় বেশী। সে রকম বেশী খাবারের দরকার পড়ে সন্তান সম্ভবা রমনীর স্তন্যদায়িনী মায়ের। আবার কোন কোন অসুখ আছে যার ফলে পুষ্টি হয় না। এই সব সমস্যার কারনে অনেকে Rein (1971) এর সাথে একমত যে দারিদ্রের সংজ্ঞার বিভিন্ন পর্যায়ে 'দারিদ্র' বিভিন্ন সমস্যার সম্মূখীন। তবে এই সমস্যার সমাধান এই ভাবে করা যায় যে, যখন কোন ব্যক্তির প্রয়োজনীয় পুষ্টিমূল্য বিচার করার সময় দেখা হবে যে, সে সেই পরিমান পুষ্টি যুক্ত খাবার গ্রহন করছে কিনা। তা কেনার জন্য সেই পরিমান অর্থ সে উপার্জন করে কিনা তা দেখতে গেলে দারিদ্রের পরিমাপের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেবে (Sen, 1981, p.13)। sample survey data থেকে প্রত্যক্ষ পুষ্টির হিসাব পেয়েছেন অনেক (Srinivasan and Bardhan,1974).আবার অপুষ্টির ধারনা ও কিন্তু দারিদ্রের আলোচনায় খুবই গুরুত্ব পূর্ন সুতরাং দারিদ্রের আলোচনায় জৈবিক ধারনা অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন হলেও তা সমালোচনার সম্মূখীন। কারন, দৈনিক খাদ্য গ্রহনের পাশা পাশি মানুষকে বেচেঁ থাকার জন্য অন্য আরো অনেক জিনিষের উপর নির্ভর করতে হয় (John Dixson, Macrov& David edit 1998, p.30) . খাদ্য ছাড়া ও বস্ত্র, বাসস্থান, শুদ্ধ পানীয় জল, স্বাস্থ্য সচেতনতা ইত্যাদী জিনিষের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ একজন মানুষের সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার জন্য এই সব জিনিষের যখন অভাব বোধ হয় , অর্থাৎ" কোন ব্যক্তি যখন এগুলি পায় না তখন সে দরিদ্র।

দারিদ্র সম্পর্কে অসাম্যের ধারণা (**The inequality Approach**)**:** দারিদ্র এবং অসাম্যকে অনেকে এক করে দেখেছেন (Miller and Roby , 1871, p. 143).ধনী থেকে কেউ যদি দরিদ্র অবস্থায় পতিত হয় তখন সমাজে একটা বিরাট পরিবর্তন আসে, এমনকি দরিদ্রদের চিহ্নিত করার জন্য যে যে দারিদ্র রেখা চিহ্নিত করা হয় তা সে সমাজের সামগ্রিক মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে। কাজেই দারিদ্র এবং অসাম্য পরস্পর যুক্ত। কোন সমাজের সর্বনিম্ন স্থানে থাকা ২০% এবং ১০% মানুষের যখন তুলনা করা হয় তখন সমাজের অন্যান্য অংশের সাথে তুলনা করা হয়। মিলার এবং রুবি (Miller and Roby ,1871) ছাড়া ও সেন (Sen ,1973) , আটকিন্স (Atkins , 1970) সমাজের ২০% এবং ১০% মানুষের তুলনা করেছেন। কিন্তু আবার দারিদ্র এবং অসাম্য এক নয় (Sen,1981, p.15). অসাম্য থেকে দারিদ্র মূলগতভাবে পৃথক ।দারিদ্রের একটা সমস্যা হল অসাম্য। আবার দারিদ্র এবং অসাম্য সম্পর্ক বিহীন নয়। দারিদ্রের আলোচনায় অসাম্যকে আলোচনা করা হয়। দারিদ্র এবং অসাম্য দুটি র কেউই একে অপরের সাম্রাজ্যে বিচরন করে না। আবার দারিদ্রের ক্ষেত্রে অসাম্যের একটা ভূমিকা আছে। অসাম্য হল দারিদ্রের একটা কারন কিন্তু আরো অন্যান্য কারনে দারিদ্র হতে পারে।

দারিদ্র সম্পর্কে আপেক্ষিক বঞ্চনার ধারনা (Relative Deprivation): দারিদ্রের আলোচনায় "আপেক্ষিক বঞ্চনার" ধারনা রুন্সিম্যানের (Runciman,1966) এর লেখায় সুন্দর ভাবে প্রস্ফূটিত হয়েছে(যেমনটা উল্লেখিত আছে, Sen,1981, p. 15-16)। সমাজ বিজ্ঞানের সাহিত্যে আপেক্ষিক বঞ্চনার ধারনা দেখা যায়। দরিদ্র হওয়ার জন্য কোন ব্যক্তি অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত এবং সামাজিক জীব হওয়ার কারনে তাদের কাছে বঞ্চনার ধারনা এক টি আপেক্ষিক ধারনা। এই ধারনার মধ্যে দুটি সংঘাত ররেছে । একটি হল 'বঞ্চনার অনুভূতি' *('feelings* of Deprivation') এবং অন্যটি হল বঞ্চনার শর্ত ('*Conditions* of Deprivation')। (Peter Townsend , 1974,P. 25-26) দ্বিতীয়টিকে (বঞ্চনার শর্ত)ব্যবহারের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। 'আপেক্ষিক বঞ্চনা হল' এমন এক বিষয়ীগত ধারনা যা এমন এক অবস্থার বর্ণনা করে যেখানে কোন মানুষ তার কাঙ্খিত আয়, উপযুক্ত কাজের অবস্থা বা শক্তি পায় না যা অনান্যরা পায়। ("in an objective sense to describe situations where people possess less of some desired attributes, be it income, favourable employment conditions or power, than do others"- Wedderburn,1974,p. 4).

দারিদ্র যে শুধু মাত্র দ্রব্য সামগ্রীর অভাব তা নয়। দারিদ্র হচ্ছে পার্থিব দ্রব্য ও অপার্থিব সামগ্রীর অভাব (Combat poverty agency , 2003 ,P. 1). এখানে বলা হয়েছে যে, " people are living in poverty if their income and resources- material , cultural and social are so inadequate of living ". বস্তুগত উপাদান খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদীর যেমন প্রয়োজন রয়েছে তেমনি রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, এবং শুদ্ধ পানীয় জল, সুন্দর ও সুস্থ জীবন যাপনের জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। কোন মানুষ যখন এই সব জিনিষ পরিমিত মাত্রায় পায় না তখন সে দরিদ্র। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, দারিদ্র শুধুমাত্র এমন একটি অবস্থা নয় যেখানে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অভাবকে দেখা যায়। দারিদ্র হল সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অংশ গ্রহনের অভাবকে বোঝায় (Amrendra,1998) . " Poverty is a Value judgment". এই মতবাদ টি অনেকে আজকাল আলোচনা করছেন (যেমনটা উল্লেখিত আছে, Sen , 1981,p. 17) পরবর্তীকালে মল্লি অরসঙ্কি এই মতবাদকে সমর্থন করেন। তিনি বলেন "Poverty , Like beauty , lies in the eye of beholder". (Mollie Orshansky, 1969 ,p. 37) আবার এডাম স্মিথ (Smith, 1776,

P. 35) ২৫০ বছর আগে বলে গেছেন জীবনে বেঁচে থাকার জন্য শুধু পণ্যের দরকার তাই নয় যে সমাজে কোন ব্যক্তি বাস করে সেই সমাজ দ্বারা নির্ধারিত প্রথা বা রীতি নীতি অনুযায়ী সে চলতে পারে কিনা সেটাও দেখার। তিনি উদাহারন দিয়ে বলেছেন যে একটা লাইনিনের জামা জীবনের জন্য খুব দরকার নয়। গ্রীক বা রোমানরা এই জামা ছাড়া দিব্যি আরামে আছে। কিন্তু ইউরোপের বেশীর ভাগ অংশের কোন দিন মজুর লাইনিনের জামা ছাড়া লোকের সামনে আসতে লজ্জা পায়। আবার ইংল্যান্ডের সমাজের প্রথা হল চামড়ার জুতো পরা। তাই একজন হত দরিদ্র ব্যক্তি ধার করে হলে ও চামড়ার জুতো পরবে- পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে। এখানে সমাজের প্রথাকে মেনে না চললে সমাজের কাছে লজ্জিত হতে হয়।

দারিদ্র ও মার্ক্সবাদ: মার্ক্সবাদীরা সম্পূর্ন অন্য দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দারিদ্রকে দেখেন। মার্ক্সবাদীরা দারিদ্রের জন্য দরিদ্র লোক এবং তাদের সংস্কৃতিকে কিন্তু দায়ী করেন নি । শ্রমিক শ্রেনীকে বঞ্চিত করার যে ইতিহাস সেখানে কিন্তু দারিদ্রের জন্য পূজিঁপতি শ্রেনীকে দায়ী করা হয়(যেমনটা উল্লেখিত আছে, দত্ত গুপ্ত, 2006 , P. ৯৬)। শ্রমিক শ্রেনীর উপর বঞ্চনা। সমাজে পূঁজিপতি এবং শ্রমিক শ্রেনীর সৃষ্টি হল। শ্রমিককে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করলো (যেমনটা উল্লেখিত আছে, দত্তগুপ্ত, ২০০৬ ,p .১০৯-১১৯)। আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বঞ্চনার ফলে দরিদ্র শ্রেনীর সৃষ্টি হল। মার্ক্স বলেছেন (Karl Marx , 1867 ,p. 150) যে, while " a historical and moral element enters the concept of substance, never the less, in a given period , the average quantity of the means of substance necessary for the labourer is practically known " মার্ক্স দেখিয়েছেন যে সমাজে ঐতিহাসিক কারনে শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছে। শ্রেনী সংগ্রামের মাধম্যে ই এক একটি সমাজ ব্যবস্থার উত্থান- পতন নির্দেশিত হয় । এবং সেটি হল সমাজ বিকাশের চালিকা শক্তি (যেমনটা উল্লেখিত আছে, দত্তগুপ্তা , ২০০৬ , p .১০৯)। লেনিন বলেছেন যে, " শ্রেনী বলতে বোঝায় সমাজের বৃহৎ গোষ্ঠী গুলিকে যাদের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তি হল এক ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় তাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান, উৎপাদনের উপকরনের সাথে তাদের ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্ক , সামাজিক শ্রম সংগঠনে তাদের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা এবং তদানুযায়ী সামাজিক সম্পর্কে তাদের অংশ এবং এই অংশ আহরন পদ্ধতির মাধ্যমে। শ্রেনী বলতে বোঝায় সেই সামাজিক গোষ্ঠী গুলিকে যাদের মধ্যে এক গোষ্ঠী অর্থনীতিতে নিজ অবস্থানের জোরে অপর গোষ্ঠীর শ্রম আত্মসাৎ করতে সক্ষম'' (যেমনটা উল্লেখিত আছে, দত্তগুপ্ত,২০০৬, p.110-111) কাজেই এখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে উদ্বৃত্ত উৎপাদন যখন থেকে সম্ভব হল তখন থেকে জন্ম নিল শ্রম বিভাজন প্রক্রিয়া। শ্রম বিভাজনের ফলে বিভিন্ন পেশার মানুষের উদ্ভব হল এবং তা থেকে ব্যক্তি গত সম্পত্তি ও অসাম্যের সৃষ্টি।

আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বঞ্চনার জন্য দারিদ্রের সৃষ্টি হয় এই মতের যারা সমর্থক তারা হলেন অমর্ত্য সেন, পিটার টাউনসেন্ড, পল স্টেরিন, রবার্ট চেম্বার (Erappa , 1996 , p. 4).আবার দারিদ্রকে যারা সমাজের অসাম্যের ফল হিসাবে দেখেছেন মিলার এবং রবি প্রমুখেরা (Miller & Roby ,1971, P. 143). বস্তুত পক্ষে সম্পদের অসম মালিকানা দারিদ্রের কারন। যে সব মানুষ বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান , উপযুক্ত চিকিৎসা , শিক্ষা থেকে বঞ্চিত তারা সমাজ ও রাজনৈতিক বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে কিভাবে অংশ গ্রহন করবে? সমাজ ব্যবস্থার ফল হিসাবে মানুষে মানুষে ব্যবধান সৃষ্টি হয়। অথচ প্রকৃতি সব মানুষকে তার আলো, জল বায়ু, সুগন্ধ দিয়ে থাকে সমানভাবে।মানুষের সৃষ্টি করা সমাজ ই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে। কাজেই আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করলে সমাজে সাম্য বিরাজ করবে।

আসল প্রশ্ন হল মানুষ কতটা সুস্থ সুন্দর জীবন যাপন করতে পারছে। জীবন ধারনের অবস্থায় কোন নির্দিষ্ট সুফল পাওয়ার জন্য সমাজ ,সংস্কৃতি, সুস্বাস্থ্য প্রভৃতির নানা ধরনের পন্যের দরকার হতে পারে। জীবন যাত্রার মানের গুরুত্ব জীবনযাপনের মধ্যে, পন্যের আহরনে নয় (অমর্ত্য সেন , ১৩৯৭বঙ্গাব্দ) ।

References:

1. Atkins, A. B. (1970). On the Measurement of Inequality. *Journal of Economic Theory*,2.
2. Amarendra (1998).Poverty Rural Development & Public Policy. New Delhi: Deep &Deep Publications Pvt. Ltd.P.2.
3. Combat Poverty Agency (2003). *Poverty and Equality : Applying an equality dimension to poverty proofing.* Ireland : Equality Authority. P.1.
4. Desai, A.R. (1987). Rural Development and Human Rights in Independent India. *Economic and Political Weekly, 22*(31),1291-1296.Doi:27.10.2010, Retrieved from http:// www.jstor.org/stable/4377313 . Accessed on 21/7/2012.
5. Dixon ,John & Macarov David. (eds.) (1998*). Poverty : A persistent Global Reality*. New York: Routledge. P.30
6. Dandekar,VM.& N. Rath .(1971). *Poverty in India*. Lonavala : Indian School of Political Economy.
7. Erappa, S .(1996,). *Dynamic of Rural Poverty in India.* New Delhi: Discovery Publishing House. p.1,12,4.
8. গুপ্তা,শোভন লাল। (২০০৬)। *মার্ক্সীয় রাষ্ট্র চিন্তা।* কলকাতা ঃ পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। Pp. 96, 109-119.
9. Grusky, D. and Kanbur, R. (2006), 'Introduction: The Conceptual Foundations of Poverty and Inequality Measurement', in D. Grusky and R. Kanbur (eds.), *Poverty and Inequality (p.11).* Stanford: Stanford University Press.
10. Himanshu (2010,January 2-8). Towards New Poverty Line for India . *Economic and Political Weekly*,*45* (1),40.
11. Lenin , V.I. (1960). *A Great Beginning, Collected Works,* Moscow : Progress. Vol 29. P.421.
12. Marx, Karl (1867). Das Capital,Vol-1 ,p150. English translation by S. Moore and E. Aveling , edited by F. Engels (1887). *Capital : A Critical Analysis of Capitalist Production*. Vol..1. London : Sonnenschein. Republished by Allen and Unwin,1938.
13. Malik , Bhushan , Bibhuti.(2009). *Poverty in India: Fundamental Issues: A Social Science Perspective.* New Delhi : Mittal publications.P.5
14. McCulloch, Neil. , Winters, L. Alan and Cirera , Xavier (2001). *Trade Liberalization and Poverty : A Handbook.* London : Centre for Economic Research. P.38.
15. Miller, S. M .& Roby ,P. (1971) , Poverty : *Changing Social Stratification. In Townsend. The Concept of Poverty* (p.143). London : Heinmann.

16. Rao Hanumantha. C.H. (2005). *Agriculture, Food Security ,Poverty and Environment: Essays on Post-Reform India.* New Delhi : Oxford University Press. P.159
17. Rowntree, Seebohm (1901). *Poverty : A Study of Town Life*. London: Macmillan.
18. Rein, M. (1971) " Problems in the Definition and Measurement of Poverty". In Townsend (1971). *The Concept of Poverty*. London : Heinemann.
19. Rural Poverty in India (2004-2005).Retrieved from http://planningcommision.nic.in/plans/planerel/fiveyr/10th /volume2/v2_ch3_2pdf, 30.7.2011.
20. Saith, Ashwani(2005, October 22). Issues in Measurement of Poverty-- Poverty Line Versus the Poor : Method Versus Meaning. *Economic and Political Weekly, XL* (43), 4601-4609.
21. Schischka , John.(March,2009). Sen's Capability approach in Designing and Implementing Poverty Reduction Programmes: Promoting Successful Local Application through Focus Groups . Human development Report office: United Nations Development Programme. (NHRD Work space).Issuse 25.
22. Sen, A.K. (1973).*On Economic Inequality.* Oxford : Clarendon Press.
23. Sen, Amartya (1981). *Poverty and Famines : An Essay on Entitlement and Deprivation.* Oxford : Oxford University Press . Chapter ,2, Pp.11-23.
24. ——— (1999) *Development as Freedom*. New York: Knopf.
25. ——— (2002) Response to Commentaries. *Studies in Comparative International*
26. *Development* 37 (2): 78-86.
27. সেন,অমর্ত্য।(২০০২)। উন্নয়ন ও স্বক্ষমতা। কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স। পৃ - ৯২,৮১,৪৭,৪৮,৯৪।
28. সেন,অমর্ত্য। (১৩৯৭ বঙ্গাব্দ)। জীবন যাত্রা ও অর্থনীতি। কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স। P P . ৮০,৯৫,৯৭,১১৫,৭১।
29. Smith, Adam (1776).*An Enquiry in to the Nature and Causes of the Wealth of Nations :* London. Chapter-2, P.351.
30. Srinivasan T.N. and Bardhan , P.K. (1974). *Poverty and Income Distribution in India* . Calcutta : Statistical Publishing Society.
31. Srinivasan T.N. (1977 a). "Poverty : Some Measurement Problems" in Conference Proceedings,41st Seminar of the International Statistical Institute, held at New Delhi.
32. Srinivasan T.N. (1979). *Malnutrition: some Measurement and policy issues, mimeographed,* World Bank. Washington ,D.C.
33. Sukhatme,P.V. (1977). *Nutrition and Poverty* . New Delhi : Indian Agricultural Research Institute.
34. Sukhatme,P.V.(1978). "Assessment of Adequacy of Diets at Different income Levels". *Economic and Political Weekly , 31* (31/33) ,1373-1384.

35. Streeten, Paul, World Bank (1981). *First Things First : Meeting Basic Human Needs in the Developing Countries*. Oxford : Oxford University Press.
36. Subramanian, S. (1997) 'Introduction' in Subramanian, S. (Eds.) Measurement of Inequality and Poverty. Oxford: Oxford University Press.
37. Townsend ,Peter (1974). "Poverty and Relative Deprivation : Resources and styles of Living" . In UNDP (2009).Human Development Report . New York: UNDP. Pp-176-178.
38. Vaidyanathan,A.(2001 , May26-Jun1).Poverty and Development Policy. *Economic and Political weekly, 36* (21), (,2000), 1807-1822.Retrieved from http://www.jstor.org/stable/4410661 . Accessed on 17.5.2013.
39. Wedderburn, D.(Eds.) .(1975).Poverty, Inequality and Class Structure .Cambridge: Cambridge University Press.p.4.